তারিখ ... 08 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

সবার জন্য শিক্ষা ও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস

আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন

এ দেশকে আমরা নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করবো; নূতন, উন্নত জীবনের জন্য সাক্ষরতা আর শিক্ষার হাতিয়ার আমরা তুলে দেব নারী-পুরুষ, গ্রাম-শহর নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি মানুষের হাতে।

শিক্ষাকে বলা যেতে পারে মানুষের সভ্যতার একটি অন্যতম প্রধান ধাপ; আর শিক্ষার প্রথম ধাপ হচ্ছে সাক্ষরতা অর্জন। সারা পৃথিবী জুড়ে যে মানুষের সভ্যতা এগিয়ে যাচ্ছে তার একটি লক্ষণ হলো পৃথিবীতে সাক্ষরতার হার ক্রমাগত বাড়ছে। এই শতাব্দীর মাঝমাঝি পৃথিবীর বয়স্ক জনসংখ্যার মোটামুটি অর্ধেক ছিলো সাক্ষর; অথচ আজ বয়স্ক জনসংখ্যার চারজনে তিনজনের ওপর সাক্ষর।

কিন্তু সাক্ষরতার হার পৃথিবীর সব দেশে যে একই রকমভাবে বাড়ছে তা নয়। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রচুর লোক এখনও নিরক্ষর রয়েছে। সারা পৃথিবীতে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা আজ প্রায় একশ কোটি। তার মধ্যে ৮০ কোটি বয়স্ক আর ২০ কোটির মতো শিশু-কিশোর। কিন্তু সারা পৃথিবীতে যত লোক নিরক্ষর তার প্রায় ৭০ শতাংশই রয়েছে এশিয়া মহাদেশে। আর লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যেসব দেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা বেশি সেসব দেশের লোকেরাই বেশি গরিব, তাদের জীবনযাত্রার মান খুব নিচে। তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও বেশি। সাক্ষরতার বুনিয়াদি শিক্ষার সঙ্গে মানুষের রুজি রোজগারের সম্বন্ধ নিয়ে পণ্ডিতেরা গবেষণা করেছেন অনেকদিন থেকে। বিশ শতকের গোড়ার দিকেই এ ধরনের গবেষণা হয়েছে বিলেতে, আমেরিকায়, রাশিয়ায়। এই শতকের মাঝামাঝি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বোম্যান এবং অ্যান্ডারসন দেখান যে, দুনিয়ার যে সব দেশে অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন লোকের হার শতকরা ৯০ এর বেশি, শুধু সে সব দেশেরই মানুষের মাথাপিছু গড় বার্ষিক আয় ৫০০ ডলারের ওপরে; আবার যেসব দেশে অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন লোকের হার শতকরা ৩০ এর কম, শুধু সে সব দেশেই মাথাপিছু গড় বার্ষিক আয় ২০০ ডলারের নিচে। বলাবাহুল্য বাংলাদেশ পড়ে এই শেষের দলে। এ ধরনের গবেষণা আরো অনেকে করেছেন আর তাতে মোটামুটি একই ধরনের সিদ্ধান্ত পাওয়া গিয়েছে।

আজকে একুশ শতক একেবারে দোরগোড়ায় এসে পড়েছে। বিশ শতক জুড়ে মানুষের সভ্যতার যে বিপুল অগ্রগতি ঘটেছে, তাতে বোঝা যায় একুশ শতকে মানুষের জীবনযাত্রায় আরো বিরাট অগ্রগতি ঘটবে। এই অগ্রগতির মূল উপাদান হবে মানুষের মেধা আর প্রযুক্তির কলাকৌশল। সাক্ষরতা আর শিক্ষা হবে মানুষের অগ্রযাত্রার এই নূতন ধারার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের একটি প্রধান শর্ত। এ জন্যই জাতিসংঘের পক্ষ থেকে ১৯৯০ সালের মার্চ মাসে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে একটি বিশ্বসম্মেলন ডেকে সেখান থেকে ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষার ডাক দেয়া হয়েছে।

আজ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষের উৎপাদনশীলতা বাড়ে। শিক্ষিত কৃষক নতুন উন্নত চাষের পদ্ধতি সহজে আয়ত্ত করতে পারে; শিক্ষিত শ্রমিক আর কারিগর উৎপাদনের নতুন প্রযুক্তি সহজে রপ্ত করে ফেলে। কিন্তু উৎপাদনের এই নতুন দক্ষতা ছাড়াও বুনিয়াদি শিক্ষার একটি বড় লাভ এই যে, তা মানুষের ভাল-মন্দের বোধ বাড়ায়, তার চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটায়, মানুষের মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটায়, চারপাশের নানা সুযোগ-সুবিধের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করে।

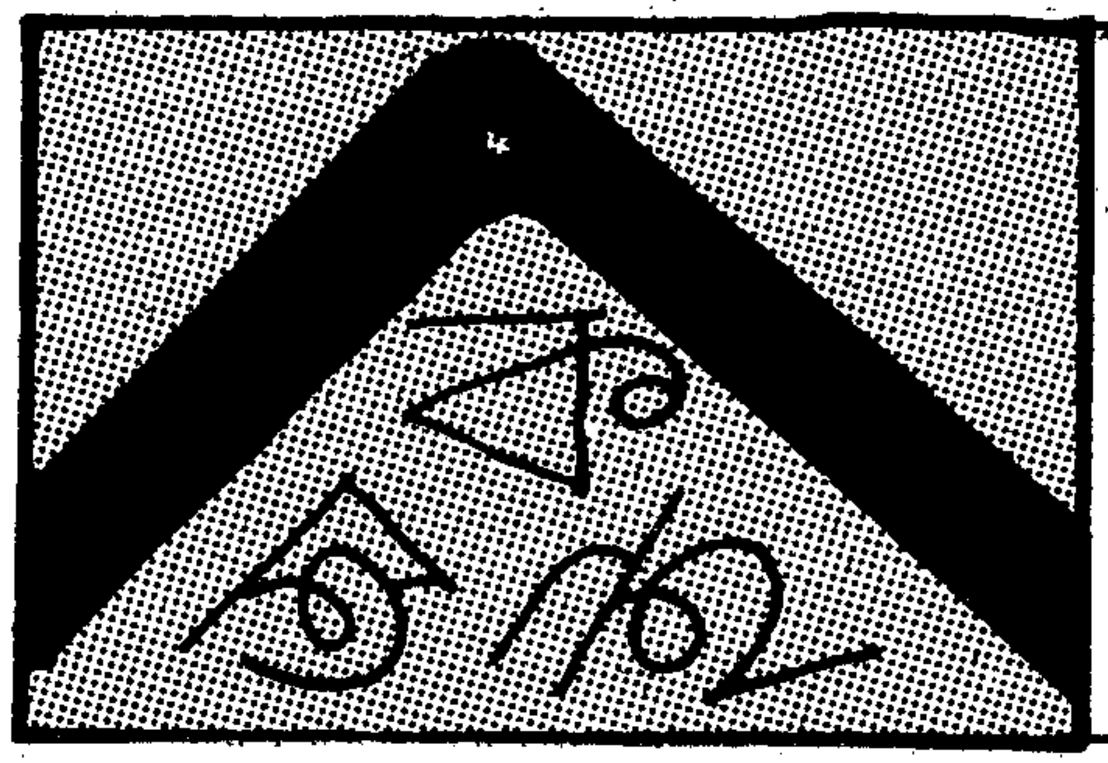

সম্প্রতি কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে যেসব দেশে সাক্ষরতার হার বেশি সে সব দেশে মানুষ গড়ে বেশি দিন বাঁচে; সে সব দেশে শিশু মৃত্যুর হার কম, মানুষের গড় পুষ্টি বেশি, পরিবারের সন্তানের সংখ্যা কম হয়, সমাজে নারীদের আত্মবিশ্বাস আর মর্যাদা বাড়ে; মাথাপিছু গড় আয় বেশি হয়। আবার এর বিপরীতে যেসব দেশে সাক্ষরতার হার কম সে সব দেশে মানুষের গড় আয়ু কম, শিশু মৃত্যুর হার বেশি, মাথাপিছু পুষ্টি কম, মাথাপিছু গড় আয় কম, পরিবারে সন্তানের সংখ্যা বেশি, শিশুদের যত্ন কম হয়, আর শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কম।

এ সব পার্থক্যের একটা প্রধান কারণ হলো শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষের চেতনার জগতে পরিবর্তন ঘটে, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়, মানুষ সহজে উন্নত ভাবধারা গ্রহণ করতে পারে, নতুন নতুন দক্ষতা অর্জন করতে পারে। যেমন শিক্ষিত মানুষ জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিপদ সহজে বুঝতে পারে, পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হলে যে সব সমস্যা সৃষ্টি হয় সেগুলোও সহজে উপলব্ধি করে। এ জন্য সাক্ষরতা আর শিক্ষার সুযোগ নারী-পুরুষ, গ্রাম-শহর নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশেও জাতিসংঘের ডাকে দেশময় সাক্ষরতা বিস্তারের জন্য নতুনভাবে উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছে। ১৯৯৩ সাল থেকে সারাদেশে পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের জন্য শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশের সব ছেলে-মেয়েকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনতে হবে। যারা প্রাথমিক শিক্ষার বয়স পেরিয়েছে অথচ সাক্ষরতা অর্জনের সুযোগ পায়নি তাদেরও সাক্ষরতা অর্জন ও শিক্ষা লাভের সুযোগ করে দিতে হবে।

সারা পৃথিবীতে সবার জন্য শিক্ষার আন্দোলনে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো) একটি অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে। ইউনেস্কোর উদ্যোগে ১৯৬৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ইরানের রাজধানী তেহরানে সাক্ষরতা সম্পর্কে একটি বিশ্ব সম্মেলন হয়েছিলো; ৮৮টি দেশের প্রতিনিধিরা তাতে অংশগ্রহণ করেন। সেই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৬৭ সাল থেকে প্রতি বছর ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। এ বছরও হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে আমরা নতুন করে শপথ নিই- এদেশকে আমরা নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করবো; নতুন, উন্নত জীবনের জন্য সাক্ষরতা আর শিক্ষার হাতিয়ার আমরা তুলে দেব নারী-পুরুষ, গ্রাম-শহর নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি মানুষের হাতে।

সারা পৃথিবীতে সবার জন্য শিক্ষার আন্দোলনে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো) একটি অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে। ইউনেস্কোর উদ্যোগে ১৯৬৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ইরানের রাজধানী তেহরানে সাক্ষরতা সম্পর্কে একটি বিশ্ব সম্মেলন হয়েছিলো; ৮৮টি দেশের প্রতিনিধিরা তাতে অংশগ্রহণ করেন। সেই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৬৭ সাল থেকে প্রতি বছর ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। এ বছরও হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে আমরা নতুন করে শপথ নিই- এদেশকে আমরা নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করবো; নতুন, উন্নত জীবনের জন্য সাক্ষরতা আর শিক্ষার হাতিয়ার আমরা তুলে দেব নারী-পুরুষ, গ্রাম-শহর নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি মানুষের হাতে।

আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন : লেখক, বিজ্ঞানী।